‘তবুও বৃষ্টি আসুক’ কাব্যগ্রন্থের আলোচনা
-- অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আশরাফ

‘তবুও বৃষ্টি আসুক’ কবি শফিকুল ইসলামের একটি কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে আগামী প্রকাশনী। মনোরম প্রচ্ছদ একেছেন শিল্পী ধ্রুব এষ। কাব্যগ্রন্থটি কবি উৎসর্গ করেছেন সুলতা নাম্নী এক মহিয়সী সুন্দরীকে যার নামে গ্রন্থটিতে দশটি কবিতা রয়েছে।

ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠার এ কাব্যগ্রন্থটিতে মোট ৪১টি কবিতা রয়েছে। কাব্য কথার শুরুতেই বলতে হয় কবি শফিকুল ইসলাম একজন তীব্র জীবনবোধসম্পন্ন কবি। তাই মানব জীবনবোধ,প্রেম ও প্রকৃতি তার কবিতার প্রধান অনুষঙ্গ। এক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য বাঙালী কবির মতই স্পর্শকাতর। তাছাড়া ফেলে আসা নিকট অতীতের সোনালী স্মৃতি-নির্ভর আর ও কিছু কবিতা রয়েছে। এ ধরণের স্মৃতির প্রতি সকলেরই নাড়ীর টান থাকে যা কোনদিন ভোলা যায় না। যা সবার অলক্ষ্যে মনের মুকুরে বারবার ছায়া ফেলে। যেমন--

মায়ের কথা মনে হলেই
চলার পথে অদৃশ্য বনফুলের
হাওয়ায়-মেশা অমৃতময় সৌরভের কথা মনে পড়ে,
যা নিমেষে অস্তিত্বের পরতে পরতে
মোহময় আমেজ ছড়িয়ে
সারাক্ষণ এ মনটাকে মাতিয়ে রাখে।
(মায়ের কথা মনে হলেই)

কবি যাকে কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন সুলতা নাম্নী এক মহিয়সী সুন্দরীকে যার নামে গ্রন্থটিতে দশটি কবিতা রয়েছে। কবির মানস প্রতিমা যেন তার কাব্য প্রকাশের মূল ভাবনা। যেমন,

তুমি তো জাননা
তুমিহীন সুস্থ জীবনে আমি কত অসুস্থ,
তুমি তো জাননা
তোমার সান্নিধ্য সুখের অভাবে আমি কতটা অসুখী,
তুমিহীন আমার জীবনে
নেমে আসে মৃত্যুহীন মৃত্যু।
(সুলতা, বহুদিন পর আজ)

সুলতা শুধু কবির প্রেমিকা নন, তিনি তার নিয়ন্তা ও। তাকে ছাড়া যেন কবির এক মুহূর্ত ও চলে না। তাই সুলতার জন্য এত ব্যাকুলতা। যেমন,

সুলতা সুন্দর একটি পৃথিবীর জন্য
একটি হৃদয়কে বাচিয়ে রাখার জন্য
ফিরে এসো, তুমি ফিরে এসো।
(সুলতা এখন ও সময় আছে)